উম্মতের ওপর সাহাবীগণের অধিকারসমূহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ উম্মতের ওপর সাহাবীগণের অধিকারসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

পঞ্চম অধিকার: তাদের সকলের ব্যাপারে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হওয়া ও জান্নাত লাভের সাক্ষ্য দেওয়া এবং যাদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্টভাবে জান্নাতের সুসংবাদ এসেছে তাদের ব্যাপারে সে সাক্ষ্য দেওয়া

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত বিশ্বাস করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সাহাবী (সমষ্টিগতভাবে) জান্নাতী।[1]

আল-কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যা এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ ١٠﴾ [الحديد: ١٠]

“আর আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১০]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত কুরআন ও সুন্নায় নির্দিষ্টভাবে যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ এসেছে, যেমন সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম[2], কায়েস ইবন সাবিত[3], ‘উকাশা ইবন মিহসান[4], এ ছাড়াও অন্যান্য বহু সাহাবী যাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ এসেছে তাদের সবার ব্যাপারে তারা জান্নাত লাভের সাক্ষ্য দেন।[5]আবু উসমান আস-সাবূনী রহ. বলেছেন, ‘যে সব সাহাবীগণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত লাভের সাক্ষ্য দিয়েছেন, মুহাদ্দিসগণও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সত্যায়ন ও তাঁর ওয়াদার সত্যতার কারণে তাদের জান্নাত লাভের সাক্ষ্য প্রদান করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে না জানলে জানাতেন না। আল্লাহ তা‘আলা গায়েবের যে সংবাদ তাঁর রাসূলকে জানাতে চেয়েছেন তা তিনি তাকে জানিয়েছেন। [6]

>

ফুটনোট

[1] দেখুন, আল-ফাসল, ৪/২২৫-২২৬; আশ-শারী‘আহ, ৪/১৬৩৩; লাওয়ামি‘উল আনওয়ার, ২/৩৮৯।

[2] যেমন, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮১২, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

[3] যেমন, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯, আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

[4] যেমন, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৪, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

[5] শাইখ আব্দুল আযীয আস-সালমান তার 'কাওয়াশিফুল জালিয়্যাহ 'আন মা'আনিল ওয়াসিত্বিয়্যাহ' (পৃষ্ঠা ৬৮৯-৬৯৪) কিতাবে একচল্লিশ জন সাহাবীদের জান্নাতের সুসংবাদের প্রমাণ পেশ করেছেন।

[6] আক্বীদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদীস, পৃষ্ঠা ২৮৭; মাজমু'উল ফাতাওয়া (আল-ওয়াসিত্বিয়্যাহ) ৩/১৫৩।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10724

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন